গাংনীতে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণসহ শীতবস্ত্র বিতরণ

মেহেরপুরে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ ও শীতবস্ত্র বিতরণ করেছে ‘কিশোরের ডাক’ নামের একটি স্বেচ্ছা সেবী সংগঠন।

আজ সোমবার দুপুরে গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণসহ শীতবস্ত্র বিতরনের আয়োজন করে সংগঠনটি।

‘কিশোরের ডাক’ এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল নোমানের সভাপতিত্বে আলোচনায় অংশ গ্রহন করেন গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব আলম, রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান, প্রথম আলো’র মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু সাইদ।

সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষকে নিজ নিজ এলাকার পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানোর আহবান করেন আলোচকরা।

এসময় শতাধিক শিশুদের হাতে শিক্ষা উপকরণসহ শীতবস্ত্র তুলে দেয়া হয়।

কুষ্টিয়াতে খাবার পৌঁছে দেন রজনী অধিকারী

কায়দা করে ছাঁটা চুল। দুই হাতের আঙুলে বেশ কয়েকটি নান্দনিক আংটি। পরনে জিনস আর টি-শার্ট। কুষ্টিয়া শহরে কেউ তাঁকে দেখে বিস্মিত হন। কেউবা মুগ্ধ। কারও কারও তো আবার তাঁর কাজ নিয়ে কৌতূহলের নেই। নাম তাঁর রজনী অধিকারী। কাজ করেন ফুড ডেলিভারিম্যান বা খাবার সরবরাহকারী হিসেবে। ঘরে বসে মুঠোফোনে খাবার ‘চাহিবামাত্র’ রেস্তোরাঁ থেকে তা-ই পৌঁছে দেন রজনী।

কুষ্টিয়া শহরে অনলাইন খাদ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ফুড পান্ডার একমাত্র নারী সরবরাহকারী রজনী অধিকারী। পুরো বাংলাদেশে ফুড পান্ডার নারী ফুড ডেলিভারিম্যান আছেন জনা সাতেক, তাঁদেরই একজন ১৯ বছরের রজনী। একসময় যেসব কাজ শুধু পুরুষদের জন্যই নির্ধারিত ছিল, সেসব কাজ যে নারীরাও আনন্দ নিয়েই করছেন, রজনী তারই উদাহরণ।

রজনী শৈশব থেকেই সাহসী। নিজের পছন্দের ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। রজনী বলেন, বসে থাকতে ভালো লাগে না। কাজ করে নিজে আয় করি। ভালো আছি, যেমন কাজই হোক, তা করা লজ্জার না।

রোদ, বৃষ্টি, ঝড়—কিছুই বাধা নয় রজনীর কাজে। রোজ বের হন। কখনো বাইসাইকেলে, কখনোবা মোটরবাইকে ছোটেন কুষ্টিয়া শহরে। তাঁর পাশে বসে কুষ্টিয়া শহরের অলিগলি কিছুটা ঘুরে বুঝলাম, মোটরবাইক বেশ দক্ষতা নিয়ে চালান। বাতাসের গতিকেই হার মানায়। রজনী বলেন, ‘“পুরুষালি” পোশাক পরি বলে লোকজন একসময় কটু কথা বলত। তবে গা লাগাইনি। মা-বাবা আমার সব কাজে উৎসাহ দেন।’ রজনীরা দুই বোন। বড় বোন অন্তরা অধিকারী বিবাহিত।

বাবা অশোক অধিকারী আর মা অর্চনা অধিকারী। কুষ্টিয়া শহরের থানাপাড়ায় তাঁদের বাড়ি। রজনীর মোটরবাইকের পেছনে বসেই তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল বাড়ির নাম রবীন্দ্রনাথ ভিলা। দাদার নামে নাম বাড়ির। মূল ফটকের বাইরেই রজনীর কাকা সুজন কুমার অধিকারী দাঁড়িয়ে। কাকা আনন্দ নিয়ে কথা বলতে এগিয়ে এলেন।

তিনি জানালেন, রজনী পড়াশোনার পাশাপাশি কাজ করেন। বড়দের কথা শোনেন। বাড়ির কারও কিছু লাগলে দ্রুত নিয়ে আসেন। বাবা চাকরি করেন একটি ব্রিটিশ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে। মা পেশায় একটি বেসরকারি ক্লিনিকের নার্স। মা-বাবার সহায়তায় রজনী এই পেশায় এসেছেন।

রজনী ২০১৮ সালে এসএসসি পাস করেছেন কুষ্টিয়া হাইস্কুল থেকে। এখন ডিপ্লোমা করছেন কুষ্টিয়া আইডিয়াল পলিটেকনিক থেকে। পড়ার পাশাপাশি স্বাবলম্বী হওয়ার বাসনা থেকেই এই কাজ করেন রজনী।

ফুড পান্ডার কুষ্টিয়া অফিসে বসে কথা হয় আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ফজলে রাব্বীর সঙ্গে। তিনি জানালেন, রজনী সঠিক সময় ও বিনয়ের সঙ্গে কাজ করেন। এ ছাড়া তাঁর কাজের দক্ষতা বেশ। গত পাঁচ মাস খুব কম সময়ে তিনি ভালো কাজ করেছেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

হানিফ

সবাইকে সাথে নিয়েই একটা ব্যতিক্রম কুষ্টিয়া গড়তে চান আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-৩ সদর আসনের সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফ।

তিনি বলেন, নিরাপদ দেশ ও জেলা গড়তে সবকিছু করা হবে।’এই নাগরিক কমিটি জেলার সামগ্রিক উন্নয়ন, আইনশৃঙ্খলাসহ সব বিষয়ে সচেতনতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবে। তারাই সমাজের মূল প্রতিনিধি। এই অরাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মের সবাই থাকবেন রাজনীতির ঊর্ধ্বে।

উপস্থিত সবাইকে কুষ্টিয়ার প্রাণশক্তি আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, ‘আপনাদের নিয়েই একটা ব্যতিক্রম কুষ্টিয়া গড়তে চাই। যেখানে কোনো রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বা দলাদলি থাকবে না। নিরাপদ দেশ ও জেলা গড়তে সবকিছু করা হবে।’

সোমবার রাতে শহরের দিশা মিলনায়তনে কুষ্টিয়ার আগামীর উন্নয়ন ভাবনা নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনের বাইরে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে নাগরিক কমিটির অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন।

হানিফ বলেন, আপনারা কুষ্টিয়ার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পর্যায় থেকে যে পরামর্শ দিলেন আমি তা নোট করে রেখেছি। কুষ্টিয়ার উন্নয়নে আমার যে পরিকল্পনা আছে তার বাইরে আপনারা যে পরামর্শ দিলেন তা সমন্বয় করে বাস্তবায়নের চেষ্টা করবো।

তিনি বলেন, কুষ্টিয়া চিনিকল বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে আধুনিক চিনিকল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে। পরিবেশগত কারণে মোহিনী মিল আর চালু করা সম্ভব হবে না, তবে সেখানে একটি ঐতিহ্যবাহী জাদুঘর গড়ে তোলার চেষ্টা করবো।আওয়ামীলীগের এই নেতা আরও বলেন, অরাজনৈতিক বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ এগিয়ে আসলে সবার সমন্বয়ে উন্নয়ন কাজ দ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

পরে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ এস এম মুসতানজিদকে আহ্বায়ক ও কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক কোষাধ্যক্ষ আইন বিভাগের শিক্ষক সেলিম তোহাকে সদস্যসচিব করে এবং সভায় উপস্থিত সবাইকে সদস্য হিসেবে ঘোষণা করে নাগরিক কমিটির ঘোষণা করেন হানিফ।

সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, ব্যবসায়ী, কবি, প্রাবন্ধিক, লেখক, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার অন্তত ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা জেলার নানা সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে বক্তব্য দেন। সবার বক্তব্য শুনে হানিফ বলেন, জেলার উন্নয়নে আধুনিক মানের হাসপাতাল, ইংরেজি মাধ্যমের উন্নত মানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ যা যা করা প্রয়োজন, তার সবই করা হবে। তিনি নাগরিক কমিটিকে জেলার উন্নয়নের জন্য সব সময় পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দেওয়ার আহ্বান জানান।

মুজিবনগরে মোবাইল কোর্টের জরিমানা

মুজিবনগরে নিরাপদ খাদ্যের উপর মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে শিবপুর, বিশ্বনাথপুর গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুজন সরকার এ অভিযান পরিচালনা করেন।

এ সময় মুদিখানার দোকানে মেয়াদ উত্তীর্ণ বিড়ি, ফ্রিজে খাবার দ্রব্যের সাথে কাচা মাংস রাখার অপরাধে মুজিবনগর উপজেলার বিশ্বনাথপুর গ্রামের হাসান স্টোর ও টুটুল স্টোরে ৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সাথে মেয়াদউত্তীর্ণ সকল মালামাল জব্দ করা হয়।

এ সময় জেলা নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক তরিকুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার এসআই আজম উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে কোভিড-১৯ এর জনসচেতনা মূলক রোড শো’র উদ্বোধন

মুজিবনগরে মুজিববর্ষে কোভিড-১৯ এর স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে উপজেলা পর্যায়ে জনসচেতনা মূলক(ক্যারাভান রোড শো) এর উদ্বোধন করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে উপজেলা পরিষদ চত্বরে অনুষ্ঠিত জনসচেতনা মূলক(ক্যারাভান রোড শো) অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কতৃপক্ষের আয়োজনে ও মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার।

জেলা নিরাপদ খাদ্য অফিসার রিয়াজ মাহম্মুদের উপস্থাপনায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম, মুজিবনগর কমপ্লেক্স শিশুপরিবারের এডি শেখ ফারুক হোসেন, জেলা নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক তরিকুল ইসলাম,মুজিবনগর উপজেলা পৌকশলী শাহীন আক্তার, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার শহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

মঙ্গলবার দুপুর থেকে সন্ধা প্রযন্ত উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে কোভিড-১৯ এর জনসচেতনা মূলক(ক্যারাভান রোড শো) করা হয়।

কালীগঞ্জে গৃহহীনকে পাকা ঘর উপহার

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উপহার হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সুবোল বোস মনিরের নিজস্ব অর্থায়নে কোলা ইউনিয়নের খালকুলা

গ্রামে নির্মিত ঘরের শুভ উদ্বোধন এবং উপকারভোগীর নিকট ঘরের চাবি হস্তান্তর করা হয়েছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত সচিব সুবোল বোস, কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সূবর্ণা রানী সাহা। নতুন ঘর পেয়ে উপকার ভোগী পরিবার আবেগে আপ্লুত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

এ সময় জেলা মৎস্য অফিসার (যশোর), উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার (কালীগঞ্জ), উপজেলা মৎস্য অফিসার, কোলা ইউপি চেয়ারম্যান সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও কালীগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় গৃহহীনদের ঘর নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

ভেড়ামারার সাবজোনে আখ না নেওয়ায় আখ পুড়িয়ে দিলেন কৃষক

কুষ্টিয়া সুগার মিলে আখ না নেওয়ায় গতকাল সোমবার ২ একর জমির দণ্ডকৃত আখ পুড়িয়ে দিলেন কৃষক আঃ ওয়াহেদ। এছাড়াও সুগার মিলের শ্রমিকরা বেতন ভাতা, ওভার টাইম পরিশোধ ও চাকরি নিশ্চিতের দাবীতে বিক্ষোভ করেছে।

কৃষকদের অভিযোগে জানা গেছে, ভেড়ামারার সাবজোন ভবানীপুর আখ ক্রয় কেন্দ্রের অধীনে ৪৭ নং ইউনিট চকমাদিয়া গ্রামের কৃষক আঃ ওয়াহেদ তার নিজ ২ একর জমির দন্ডকৃত আখ পুড়িয়ে দিয়েছে।

কৃষক আঃ ওয়াহেদ জানান, চকমাদিয়া মাঠে ২ একর জমিতে আখ চাষ করি। জগতি সুগার মিল আখ নেওয়া বন্ধ করে দেওয়ায় জমির আখ গুলো পুড়িয়ে দিয়েছি।

এছাড়াও বেতন ভাতা, ওভার টাইম পরিশোধ ও চাকরি নিশ্চিতের দাবীতে বিক্ষোভ করেছে কুষ্টিয়া সুগার মিলের ফ্যাক্টরি কানামুনা শ্রমিকরা। কুষ্টিয়া সুগার মিলের প্রধান ফটকে এ বিক্ষোভ করেন তারা। প্রায় ১১৫ জন কর্মরত শ্রমিক কুষ্টিয়া সুগার মিলের

ফ্যাক্টরিতে কর্মরত ছিলেন। হঠাৎ কুষ্টিয়া সুগার মিল কর্তৃপক্ষ কাজে না আসার কথা জানালে নিরাসায় ভুগছেন শ্রমিকরা।

কুষ্টিয়া সুগার মিলের ফ্যাক্টরি কর্মরত শ্রমিক আফতাব হোসেন জানান, ১৯৯৭ সাল থেকে আমি কর্মরত আছি। মন্ত্রী বলেছিলেন, আখ মৌসুম বন্ধ হলেও শ্রমিকদের চাকরি যাবেনা।

কিন্তু বর্তমানে আমাদের লিখিত ডকুমেন্ট ছাড়াই মৌখিক ভাবে কাজে আসতে নিষেধ করলেন কর্তৃপক্ষ। আমরা আমাদের সংসার নিয়ে এখন রাস্তায়। আমরা এখনো ৬ মাসের বেতন, ভাতা ও ওভারটাইমের টাকা পাবো। এখন যদি আমরা কাজ না করি বকেয়া টাকাও না পাই তাহলে আমাদের জীবন অনিশ্চিত হয়ে যাবে।

শুধু আফতাব নয় তার মত একই হতাশাই ভুগছেন রতন, আব্দুল মান্নান, রুবেল হোসেন,বশির আহম্মেদসহ ১১৫ জন কর্মরত শ্রমিক। শ্রমিকদের দাবী গ্যারেজ, অফিস ও কোন কোন বিভাগে কর্মরত শ্রমিক এখনো কর্মরত আছেন কিন্তু শুধু আমাদের ফ্যাক্টরিতে কর্মরত শ্রমিকদের বাদ দেয়া হলো কেন। বাদ দিলে সকল বিভাগের কানামুনাদের বাদ দিতে হবে।

বিক্ষোভে প্রধানমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রীর কাছে বেতন ভাতা, ওভার টাইম পরিশোধ ও চাকরি নিশ্চিতে দাবী করেন কুষ্টিয়া সুগার মিলের ফ্যাক্টরি কর্মরত শ্রমিকরা। শ্রমিকরা যেন এমন অবস্থায় পরিবার নিয়ে পথে না বসে এই দৃষ্টি আকর্ষন করেন এবং অনুদান সহ সরকারি সহযোগিতা কামনা করেন তারা।

শৈলকুপায় আওয়ামী লীগ প্রার্থী কাজী আশরাফুল আজমের জনসভা

ঝিনাইদহের শৈলকুপা পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র পদপ্রার্থী কাজী আশরাফুল আজমের নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার বিকাল ৪ টায় স্থানীয় চৌরাস্তা মোড়ে অনুষ্ঠিত

সভায় পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও মেয়র প্রার্থী কাজী আশরাফুল আজমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পারভীন জামান কল্পনা।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন খাইরুল ইসলাম মুকুল বক্তব্য রাখেন, জেলা আওআমী লীগের সহ-সভাপতি মকবুল হোসেন, তৈয়ব আলী জোয়ার্দার, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক ও পিপি এডঃ ইসমাইল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক এম হাকিম আহমেদ, উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক সরোয়ার জাহান বাদশা, দপ্তর সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদ, উপজেলা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক মতিয়ার রহমান,

সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান নায়েব আলী জোয়ার্দার, মুক্তার আহমেদ মৃধা, উপজেলা কৃষক লীগের সভাপতি ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদুন্নবি কালু, মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক উপজেলা আওয়ামী লীগ মোস্তফা আরিফ রেজা মন্নু,সাবেক ছাত্র নেতা আব্দুল হান্নান, জুলফিকার কায়সার টিপু, শামসুল ইসলাম জোহা, শাকিল আহমেদ, আবুজর গিফারী গাফ্ফার, মহিদুল ইসলাম মন্নু, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক এড. আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ।

এছাড়াও অপর দুটি জনসভা মেয়র প্রার্থী কাজী আশরাফুল আজমের প্রধান কার্যালয় ও কবিরপুরে অনুষ্ঠিত হয়।

আলমডাঙ্গায় আশ্রয়ণ প্রকল্পের নামে বালি উত্তোলন

আলমডাঙ্গায় বলিয়ারপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পের নামে অবৈধ ভাবে বালি উত্তোলন করে বিভিন্ন জায়গায় বিক্রয়ের অভিযোগ উঠেছে।

বলিয়ারপুর গ্রামের বাহাদুর মেম্বর ও নাগদাহ গ্রামের সরোয়ার মেস্বর উত্তোলনকৃত বালি বিক্রয় করছে বলে অভিযোগ উঠেছে । উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হচ্ছে না কোন পদক্ষেপ।

এরই কারণে আলমডাঙ্গা উপজেলায় পুকুরের গভীর থেকে বালি উত্তোলন সম্পূর্ণ বন্ধ করে। এতে থমকে পড়ে এলজিইডিসহ বিভিন্ন প্রকল্পের রাস্তা,কালভার্ট ও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি উন্নয়ন মূলক কাজ।

বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০ সালের ৬২ নং ধারায় বলা হয় বিপনণের জন্য কোন উন্মুক্ত স্থান, চা বাগানের ছড়া কিংবা নদীর তলদেশ হইতে বালু বা মাটি উত্তোলন করা যাবে না।

এছাড়াও, পরিবেশ আইন ১৯৯৫ সালের ১ নং ধারার অধীনে পরিবেশগত ভাবে সংকটাপন্ন হলে উত্তোলনকৃত পাম্প ও বালি মাটি উত্তোলন করা যাবে না। যদি আইন লঙ্ঘন করে, উত্তোলনকৃত মালামাল জব্দ করা হবে।

এই ব্যাপারে আলমডাঙ্গা উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) হুমায়ন কবির বলেন, কেউ লিখিত ভাবে আমাদের নিকট অভিযোগ করলে তদন্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।